R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৮ই জুন ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

টাকা পেতে হয়রাণি, জীবন বীমার বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ জুন—ম্যাচিওরিটির পরও টাকা পেতে অসুবিধা হওয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলায় জীবন বীমার গ্রাহক সংখ্যা রীতিমতভাবে কমতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই জনৈক পলিসি হোলডার ওই সংস্থার বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা ঠুকেছেন। আর একজন পলিসি হোলডার দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রাপ্য টাকা পাওয়ার ব্যাপারে হয়রাণ হচ্ছেন। এ রকম অসংখ্য ঘটনার খবর আমাদের দপ্তরে আসতে শুরু করেছে। সবক্ষেত্রেই অভিযোগ বহরমপুর শাখা অফিসের খামখেয়ালীপনা এবং কলকাতা ডিভিসনাল অফিসের বিশৃঙ্খল প্রশাসনের অকর্মণ্যতাই এর জন্য দায়ী। রঘুনাথগঞ্জের জনৈক পলিসি হোলডারের পলিসি (নং ৩১৬৬৬২৩২) ২৫-১২-৭৮' এ ম্যাচিওর হয়। এ পর্যন্ত বহরমপুর কলকাতায় অসংখ্যবার চিঠি লিখেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বোম্বাইতে জীবন বীমা দপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসেও জানিয়েছিলেন ঐ ভদ্রলোক। কোন উত্তর পাননি। কলকাতা ডিভিসনাল অফিস থেকে বলা হয়েছে, পলিসির টাকা বহরমপুর শাখা অফিস থেকে দেওয়া হবে। বহরমপুর অফিস টাকা দিতে গররাজী। তাই অগত্যা ভদ্রলোক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে টাকা আদায়ের জন্য জীবন বীমার বিরুদ্ধ মামলা দায়ের করেছেন। আর একটি ঘটনায় জানা গেছে, ৩১৬৬৬১৬৬ নং পলিসি ১৯৭৭ সালে ম্যাচিওর করার পর সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোক ভুলবশতঃ '৭৯ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের এই ভুল বহরমপুর ব্রাঞ্চ অফিস থেকে শুধরে দেওয়া হয়নি।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একজিকিউটিভ ম্যাজিসট্রেটের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ জুন—আদালতে বিচারাধীন মামলার ব্যাপারে নাক গলানোর অভিযোগে জঙ্গিপুরের সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট সুনীলকুমার প্রতিহার গতকাল জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিসট্রেট শান্তি-গোপাল দত্তসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু করেছেন। হাইকোরটে আজ মামলার নথিপত্রসহ এস ডি জে এম এর রিপোরট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর রিপোরটে এস ডি জে এম অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হাই-কোরটকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৭৯ সালের ২৮ জুন ফরাক্কা থানার অর্জ্জুনপুর গ্রামের ফজরদি সেখ আবুল সেখ ও সাইরুদ্দিন সেখের বিরুদ্ধ জমির ফসল তছরূপের অভিযোগে মামলা দায়ের করলে ৩৪১ ধারায় অভিযুক্তদের উপর সমন জারি করা হয়। পরে অন্যায়ভাবে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে ৬ আগষ্ট তারিখে আসামী আবুল সেখ এস ডি জে এম এর কাছে আবেদন করেন। একজিকিউটিভ ম্যাজিসট্রেট ওই দরখাস্তে, মামলা বিচারাধীন জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে নোট

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশ ভ্যান থেকে পালিয়েও ডাকাত ধৃত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৮ জুন—একবার ধরা পড়ে পুলিশ ভ্যান থেকে পালিয়ে গিয়েও কুখ্যাত রেল-ডাকাত ইসরাফুল সেখ আবার ধরা পড়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, তিলডাঙ্গা গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত ইসরাফুল সেখকে দারজিলিং মেলে ডাকাতির অভিযোগে ৭ জুন রাত্রে ফরাক্কা পুলিশ বিহারের রাজমহল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ভ্যানে করে নিয়ে আসার পথে মালদহ জেলার একটি রেললাইন ও সড়ক সেতুর ওপর ভ্যান থেকে লাফ মেরে সে পালিয়ে যায়। তাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফরাক্কা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুনীল গুহ রেলের পাথরে পড়ে আহত হন। পরে ৯ জুন রাত্রে আবার রাজমহল এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় বিল জমা নিয়ে গোল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ জুন—কর্মচারীর অভাবে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থায় বিল জমা নিয়ে প্রায়ই গোল বাধছে। গতকাল এ ব্যাপারে গ্রাহকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ষ্টেশন সুপারিনটেনডেনট জানান, যিনি বা যাঁরা চারজে থাকেন, তিনি বা তাঁদের পারিপার্শ্বিক অসুবিধার জন্য বিলম্বে অফিস আসার ফলে এমনটি হয়। অবশ্য যেমন দেরীতে বিল জমা নেওয়া শুরু হয়, তেমনি দেরী করে নেওয়া শেষ হয়। সংবাদদাতার খবর, ১৩ জুন নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাশিয়ার উপস্থিত হতে না পারায় গ্রাহকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষক, সাংবাদিক ও আইনজীবীর হস্তক্ষেপে অবস্থা শান্ত হয়।

সেবা প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা অরঙ্গাবাদ : দরিদ্র পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সংগঠিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা লুথরান ওয়ার্লড সারভিসের মুর্শিদাবাদ--দীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছিত

সাগরদীঘি, ১৮ জুন—এই ব্লকের নাচনা জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদকের হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার কাছে অভিযোগ করেছেন। কর্তব্যকর্ম পালনে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বদলির অনুরোধ জানিয়েছেন।

মসজিদে জোড়া তালা

অরঙ্গাবাদ, ১৮ জুন—সুতি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এখনও জোড়া তালা ঝুলছে। ৮ জুন আবার একই পঞ্চায়েতের কাদোয়া গ্রামের মসজিদেও জোড়া তালা ঝোলানো হয়েছে। মসজিদ সংস্কারের জন্য পঁচিশ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে বলা হলে ওই কাণ্ড ঘটে বলে প্রকাশ। অভিযোগে প্রকাশ, গ্রাম্য তহবিল, মুসলিম পাড়া তহবিল ও দরগা উন্নয়ন তহবিল খাতে মসজিদের বিপুল পরিমাণ অর্থ নাকি আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং ইতিপূর্বে প্রায় আঠারো হাজার টাকা আত্মসাতের ঘটনা নাকি জনৈক প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে ধামাচাপা পড়েছে।

মজুত উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ জুন—শুক্রবার শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাধুচরণ সিংহের দোকানে হানা দিয়ে এনফোরসমেন্ট পুলিশ প্রায় বাষট্টি হাজার টাকার হিসাব বহির্ভূত সরষের তেল ও সাগুদানা উদ্ধার ও আটক করেছে। আটক মালের মধ্যে আছে ৩১২ টিন সরষের তেল ও ২৯ বস্তা সাগুদানা। ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৭।

আশু প্রয়োজন

একদা কোন্ অশুভ মুহূর্তে আসামের অশান্তি দানা বাঁধিয়াছিল, আজ সেই অশান্তি শুধু আসাম নয়, সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইতেছে; বাড়িতেছে হাজার হাজার শরণার্থীর সংখ্যা। আসামে আন্দোলনের নামে যে কাণ্ড-কারখানা বিগত নয় মাস ধরিয়া চলিতেছে, তাহার নজির ইতিহাসে মিলে না। গণ-হত্যার যে নারকীয় অনুষ্ঠান ত্রিপুরায় ঘটিয়া গেল, তাহা যে কোনও মানুষকে লজ্জা দিবে।

কিন্তু এই নরনিধন পর্বের মোকাবিলায় সি আর পি, মিলিটারি প্রভৃতি নামাইয়াও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি শান্ত হয় নাই বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। এখানে সেখানে যত গুপ্তহত্যা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অগ্নিসংযোগে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

হালফিল নারকীয়তায় ত্রিপুরার ঘটনাবলী অনন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে দেখাশুনা হইল। মন্তব্যাদিও হইয়া গিয়াছে। রাজ্য ও কেন্দ্র-সরকারের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ হইল ফলশ্রুতি। রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী করিতেছেন; আবার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্তব্যকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে। কিন্তু পরস্পরবিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তির লাভ কি হইয়াছে? শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে কি? আসাম কি এখনও থমথমে রহিয়া আবার বিস্ফোরণের সূচনা করিতেছে না? মিজোরাম, মণিপুর প্রভৃতি স্থান কি শান্ত হইয়া রহিয়াছে? ব্যাখ্যা করিয়া এই সব রাজ্যের পরিস্থিতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাহা সত্য, তাহার অপহ্নব হটিবে কি প্রকারে? প্রাণহানির ক্রমবর্দ্ধমানতা, গুপ্তহত্যার অব্যাহত অনুষ্ঠান এবং ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দলে দলে অনিশ্চিতের পথে নামিয়া সরকারী দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী হইয়া দিন গুজরাণের ব্যাপকতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কোন শান্তি বৈঠক, কোন আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসা সভা ইহাদিগকে স্তিমিত করিতে পারে নাই। কীমাশ্চর্যমতঃপরম? এত প্রাণবলি, এত অগ্নিদহন, এত বাস্তুভিটা ও জীবিকার পথ পরিত্যাগ—এই সবের দোহাই হয়ত বিদেশী উস্কানী, নয়ত অনুপ্রবেশ, কিংবা রাজ্য সরকারের অযোগ্যতা। মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তাবিধান যাহা সংবিধানে পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত, সেই দায়িত্বরক্ষায় কোন বিলম্বই সমীচীন নহে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অশান্তি ও নারকীয় অনুষ্ঠান দৃঢ় হস্তে বন্ধ করিতে হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মাছের পোনায় ঘুষ প্রসঙ্গে

৭ মে তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'ঘুষ: মাছের পোনায়' শীর্ষক সংবাদে "আগাম টাকা নিয়েও মাছের পোনা দেওয়া হয় নাই" এই অভিযোগ একেবারে অসত্য। পঞ্চাশ শতাংশ ভরতুকিতে মাছের পোনা প্রদান প্রকল্পে এগারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মারফৎ মৎস্য চাষীদের পঞ্চাশ শতাংশ টাকা নেওয়া হয় এবং এই তিনটি অঞ্চলের মাছের পোনা মৎস্য চাষীদের সরবরাহ করা হয়। বাকী আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে পঞ্চায়েত সমিতি সাগরদীঘির সাধারণ সভায় আলোচিত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে মাছের পোনার অক্সিজেন প্যাকিং এর চার্জ বেশী পড়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণের উক্ত প্যাকিং চার্জ বহন করিয়া মাছের পোনা মৎস্য চাষীদের দিতে আপত্তি থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রধানগণ হইতে পঞ্চাশ শতাংশ হারে টাকা আগাম নেওয়া হয় নাই সুতরাং ওই এলাকায় ওই প্রকল্পে মাছের পোনা সরবরাহের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সংবাদে যে টেণ্ডারের কথা বলা হইয়াছে সেই টেণ্ডার মুর্শিদাবাদ জেলার মৎস্য আধিকারিক মহাশয় আহ্বান করিয়াছিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে বিডিওর অফিস কক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি সাগরদীঘির সভাপতি মহাশয় এবং টেণ্ডার দাতাগণের উপস্থিতিতে জেলা মৎস্য আধিকারিক মহাশয় টেণ্ডার খোলেন এবং সর্বনিম্ন দরদাতার টেণ্ডার সর্বসমক্ষে গৃহীত হয়। সুতরাং ঐ টেণ্ডার আহ্বান এবং গ্রহণের ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকাই ছিল না। এমত অবস্থায় উক্ত সংবাদ পরিবেশনকে অত্যন্ত জ্ঞানহীন, কুরুচিপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আমি মনে করি যাহাতে একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীর সরল স্বাভাবিক জীবনে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। "ঘুষ নেওয়া" প্রসঙ্গে প্রশাসনে কোন পর্যায়ে এ যাবত কোন লিখিত অভিযোগ আছে বলিয়া কখনও শুনি নাই এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মেদিনীপুর ট্রান্সফার হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। এই ট্রান্সফার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নিয়মানুগ। আমার দীর্ঘদিনের ছুটি সম্পর্কেও বিডিওর নিকট হইতে তীব্র প্রতিবাদ আশা করি। —প্রভাতকুমার সাঁতরা, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, সাগরদীঘি।

গেট খোলা হোক

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখা আগে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের মধ্যেই ট্রেজারীর পার্শ্বে ছিল। ইহাতে একটি বিরাট সুবিধা ছিল যে ট্রেজারীতে বিল পাস করাইয়া ব্যাঙ্কে টাকা উঠাইতে কোন অসুবিধা হইত না। বর্ত্তমানে কয়েক মাস হইতে ব্যাঙ্কটি ফুড সাপ্লাই অফিসের পার্শ্বে স্থানান্তরিত হওয়ায় বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মী ও মহকুমা শাসক অফিসের কর্মিগণকে ব্যাঙ্কে কাজের জন্য অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ইহাতে যাতায়াতে অনেক সময়ও নষ্ট হয় এবং পরিশ্রমও হয়। সাত-আট বৎসর আগে ঐ কম্পাউণ্ডের শিবমন্দিরের নিকট আর একটি বড় গেট ছিল। বর্ত্তমানে ঐ গেটটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহাতে পুনরায় ঐ স্থানে আবার ১টি গেট নতুন করিয়া শীঘ্রই খোলা হয় তাহার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
—জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের অনেক কর্মচারী।

প্রসঙ্গঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য ফিজ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ এক সারকুলারের দ্বারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অন্যান্য ফিজ আদায়ের পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষ হতে তা কার্য্যকর করতে বলা হয়েছে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় ছোট ছোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হিমসিম খাচ্ছে ও নানা রকম জটিল অর্থ নৈতিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে দুটো পরীক্ষার জন্য পাঁচ টাকা 'পরীক্ষা ফিজ' ধার্য্য করতে বলা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণভাবে বৎসরে দুটো পরীক্ষা ও দশম শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত একটি 'প্রিটেষ্ট' গ্রহণ করা হয়। দরিদ্র গ্রামগুলিতে 'ফ্রি এডুকেশন' তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারছে না, ফলে গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা গড়ে আড়াইশো। এই আড়াইশো ছাত্রের মধ্যে ১০% ফিজ মকুবের দাবী রাখে ও আরও ১০% ছাত্রছাত্রীর ফিজ অনাদায়ী থেকেই যায়। সুতরাং একটি পরীক্ষার জন্য দুশো ছাত্রের নিকট হতে পাঁচশো টাকা পরীক্ষার ফিজ বাবদ আদায় হচ্ছে। অপর দিকে একটি পরীক্ষা গ্রহণের খরচের পরিমাণ আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকা। বর্ত্তমানে প্রশ্নপত্রের পরিধি বেড়েছে; ইংরেজীর দাপট কমলেও—ইংরেজী প্রশ্ন পত্রের দাপট কমছে না। ইংরেজী প্রশ্নপত্র কোন শিক্ষকমশাই ৯/১০ পৃষ্ঠার কমে শেষ করতে পারছেন না। বাংলা, ইতিহাস, বিজ্ঞান—গড়ে ৫-৬ পৃষ্ঠা। প্রশ্নপত্র ছাপান খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং একটি পরীক্ষার জন্য আড়াইশো ছাত্রের প্রশ্নপত্র ছাপান খরচ পড়ে যায় পাঁচশো টাকা। পরীক্ষার কাগজ দুষ্প্রাপ্য। খোলা বাজারে দর ত্রিশ টাকা রিম। সরকারী সারকুলার অনুযায়ী "জেলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি" ঐ কাগজ ন্যায্য দরে সরবরাহ করবে। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণকালে দেখা গিয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই কাগজ সরবরাহ করতে তাঁরা অপারগ হয়েছেন। এমন কি পরীক্ষা গ্রহণের অনেক আগে লিখেও 'রিগ্রেট লেটার' পাওয়া গিয়েছে। যে সব বিদ্যালয়ের ভাগ্যে দয়া করে ঐ কাগজ মিলে, তাদেরও এগারো রিম কাগজের দামের পরিমাণ প্রায় পৌনে তিনশো টাকা পড়ে যায়। তাছাড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশন কার্ডে বহু নাম বাতিল, ক্ষোভ

জঙ্গিপুর, ১৮ জুন—রেশন কার্ড নবীকরণ কার্যক্রমের সংশোধিত বিধি অনুযায়ী জঙ্গিপুর বাবুবাজারে একটি রেশন দোকানে জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সংবরাহ দপ্তরের পরিদর্শন ও অবর পরিদর্শক অনেক রেশন কার্ড থেকে ইচ্ছেমত বহু নাম বাতিল করায় নাগরিকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রেশন কার্ড মালিকদের অজ্ঞাতে অবৈধভাবে নাম বাতিল করায় এই ক্ষোভ বলে জানানো হয়েছে। বিক্ষোভের ফলে অবশ্য তাঁরা তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেন। পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামককে জানাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অবিলম্বে এই ঘটনার প্রতিকার এবং ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, কর্তৃপক্ষকে সাদরে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য নাগরিকদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

বাস ধর্মঘট চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ জুন—ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে বেসরকারী বাস ধর্মঘট এখনও চলছে। এই ধর্মঘট শুরু হয় ১২ জুন থেকে। ১১ জুন ছিল বাস কর্মচারীদের ধর্মঘট। এস ইউ সি দল বাস মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির দাবির প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল ও সভা করেছেন। এই ধর্মঘটের ফলে যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস এবং রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই রুটে একটি বেসরকারী বাস চলছে।

১লা আষাঢ়—১৫ই আষাঢ় '৮৭

ধান ঃ এ পক্ষেও আমন ধানের চারা তৈরীর কাজ শুরু করতে পারেন। বীজের পরিমাণ, বীজ শোধন, বীজতলায় প্রাথমিক মাত্রায় সার ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

বীজতলায় যাতে রোগ বা পোকার আক্রমণ ব্যাপক আকারে দেখা না দেয় সেজন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বীজ ফেলার ১২-১৫ দিন পরে ৩০ লিটার জলে যে কোন একটি রোগনাশক যেমন কলটন (ডাইফোলাটান) ৩০ গ্রাম বা জিনেব (ডাইথেন জেড ৭৮, হেক্সাথেন ইত্যাদি) ১০৫ গ্রাম বা ম্যাঙ্কোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) ১০৫ গ্রাম এবং যে কোন একটি কীটনাশক যেমন ফসফোমিডন (ডিমেক্রণ) ১৫ মি. লি. বা কুইনালফস (একালাক্স) ৪৫ মি. লি. বা কার্বারিল (সেভিন ৫০%) ৯০ গ্রাম বা বি. এইচ. সি. (৫০%) জলে গোলা, ১২০ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে ১০ শতক বীজতলায় স্প্রে করুন। আমন ধানের ১০ শতক বীজতলায় জলে গোলা কীটনাশকের পরিবর্তে দানাদার কীটনাশক যথা ফোরেট (থাইমেট ১০ জি, ফোরেট ১০ জি) ৫০০ গ্রাম বা কার্বোফুরান (ফিউরাডান ১০ জি) ১ কেজি ব্যবহার করতে পারেন। দানাদার ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে এবং ছড়ানোর পর জমিতে ১—২ ইঞ্চি জল ৫—৭ দিন ধরে রাখবেন।

তিল ঃ এখন তিল লাগাতে পারেন। তিলের ভালো জাত বি-৬৭, বি-১৪, পি-বি ১/এই১-টি ১। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ। বীজ লাগবে একরে ২-৩ কেজি। আলু চাষের পর তিল বুনলে সার না দিলেও চলে।

ডাল ঃ এ পক্ষে অড়হর লাগান। অড়হরের ভালো জাত বি-৭, বি-৫১৭, বি-৫২৪। বীজ লাগবে একরে ৮-১০ কেজি। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

TENDER

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911 (ii) from Class-II of I & W Deptt. and bonafide outsiders for work on the rt. bank of river Ganga d/s of Farakka Barrage by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, Murshidabad. Name of work, Estd. Cost. & earnest money are (1) Repairs and restoration to the submersible boulder bar no. D1 (Remaining work), Rs. 87,801/-, Rs. 1756/-.

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars available from above office upto 5-00 P. M., Saturday's upto 1-00 P. M. Last date of application for parchasing tender form 27. 6. 80 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender 30-6-80 at 3-00 P. M.

Sd/- S. K. Dey
Executive Engineer
Ganga Anti Erosion
Division

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশ্বার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

টাকা পেতে হয়রানি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেক এজেন্ট এই ধরনের ঘটনায় হতভম্ব হয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, বহরমপুর অফিস পলিসির টাকা কিভাবে জমা দেখালেন এবং অডিটেই বা তা পাস হয়ে গেল কিভাবে?

সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোক এখন জীবন বীমার সমস্ত দপ্তরে চিঠি দিচ্ছেন নিয়মিত। টাকা পাওয়ার কোন লক্ষণ আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না তাই এখন এ ঘটনাটিও শেষ পর্যন্ত আদালতে যাওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসা, 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির পূর্বে জীবন বীমার অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে তো? এ রকম প্রশ্ন আজ মুর্শিদাবাদের অনেকেরই। জীবন বীমার এজেন্টরাও অনেকে এ সব ঘটনায় বিব্রত হচ্ছেন। ব্যবসা মার খাচ্ছে।

সেবা প্রশিক্ষণ শিবির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাখার উদ্যোগে ৫-৭ জুন নিমতিতা স্কুলে একটি প্রশিক্ষণ শিবির উদ্‌যাপিত হয়। সহযোগিতা করেন রাঁচি জেভিয়ার ইনসটিটিউট। উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সুমন্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলার সহকারী কালেকটর পি সি চৌধুরী, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রন প্রমুখ। প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজ অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পরের দিন এই জেলায় লুথেরান ওয়ারলড সারভিসের কার্যধারা প্রদর্শিত হয়।

আদালত অবমাননা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেন এবং ফরাক্কা থানার তদানীন্তন ওসি এস চৌধুরীকে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেন। ফরাক্কা থানার সাব-ইনসপেকটর এস সমাদ্দার রিপোর্ট পাঠালে গতকাল (১৬-৬-৮০) এস ডি জে এম-এর দৃষ্টিগোচর হয়। এবং গতকালই আদালত অবমাননার অভিযোগে এস ডি জে এম জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত (বর্তমান থার্ড অফিসার), ফরাক্কা থানার তদানীন্তন ওসি এস চৌধুরী, সাব-ইনসপেকটর এস সমাদ্দার এবং আসামী আবুল সেখের বিরুদ্ধে হাইকোরটে মামলা রুজু করেন।

প্রসঙ্গঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য ফিজ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রদেশের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে জেলার সদর সহর হতে ঐ কাগজ আনার খরচ অনেক। এর পরে আছে ওই পরীক্ষা গ্রহণের 'কনটিজেন্সি খরচ' সব মিলিয়ে, আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ফারাক দুস্তর। নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা আরও সঙ্গীন। অবশ্য বড় বড় বিদ্যালয়গুলি—যাদের ছাত্রসংখ্যা পাঁচশো বা তার অধিক, তাদের এর মধ্যেও পরীক্ষা গ্রহণে তেমন অসুবিধে নেই। অনেক বিদ্যালয় তাই দুটো পরীক্ষার পরিবর্তে একটি পরীক্ষা গ্রহণ ও 'প্রি টেষ্ট' বন্ধ করে দেবার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। বীরভূমের একটি স্কুলের খবর প্রতিবেদকের কাছে, আছে যাঁরা ঐ একই কারণে অর্দ্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষা বন্ধ করতে উদ্যত হলে আগ্রত অভিভাবকের কোপে পড়েন ও শেষ পর্যন্ত যেন-তেন প্রকারে পরীক্ষা নামক কার্য্যটি সম্পন্ন করেন।

অন্য ফাণ্ড 'ডাইভারট' করার ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ি রাখা হয়েছে। কড়াকড়ি না থাকলেও ক্ষতি ছিল না; কারণ সে সব ভাঁড়েও মা ভবানী! সহজে যে ফাণ্ড ভিন্নমুখী করা যেত সেটা হচ্ছে 'ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড'। সরকারী আইনে সে ফাণ্ডও পীড়িত। বিদ্যালয়ে এই ফাণ্ডটা হচ্ছে অগতির গতি—যে কোন তাৎক্ষণিক ব্যয় এই ফাণ্ড হতে নির্ব্বাহ হয়—আডট, ফারনিচার, চক, ডাষ্টার, টিচিং এইড, কালি, কলম, কাগজ, ফাইল, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রাহা খরচ এমন কি বিদ্যালয়ের অতিথি আপ্যায়ন পর্যন্ত। এখন ফিজ কমিয়ে ছাত্রপ্রতি মাসিক পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ বৎসরে ছ'টাকা করা হয়েছে। ছোট ছোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এই ফাণ্ডে গড় আয় দাঁড়াবে বারোশো টাকা—এবং ওই বারোশো টাকাতেই উপরোক্ত খরচগুলি চালাতে হবে। বোঝার উপর শাকের আঁটি নতুন সার্কুলারে বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার কার্যটি ওই অর্থেই সমাধা করতে হবে। গত 'ফিনানসিয়াল' বৎসরে প্রায় সব বিদ্যালয়কে দুটো 'অডিট' ফেস করতে হয়েছে। ছোট স্কুলগুলিকে তিনশো সাড়ে তিনশো টাকা অডিট খরচ দিতে হয়—তার উপর অডিটবাবুদের রাজকীয় আপ্যায়ন। অন্যান্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দু'গুণ তিনগুণ করে—চক, ডাষ্টার, ফাইল, বোর্ড ও বোর্ড পেণ্ট ইত্যাদি এবং অফিসের কাগজপত্র ও ছাপান খরচ ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিদ্যালয়গুলি আরও যেটি আদায় করতো সেটি 'বিল্ডিং ফিজ'। —এই টাকা দিয়ে ঘরগুলি সংস্কার করা হয়। কয়েক বৎসর আগে কোন কোন বিদ্যালয় এক দুটি ঘর তৈরীও করে। ১৯৭০ সালের পর তৈরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তৈরী বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ খড় ও চালের ছাউনী এবং দেওয়ালগুলি মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের চুলের মত কাঁচা পাকা মাটীর ও ইটের। বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য 'ক্যাপিটাল গ্রাণ্ট' ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ভাগ্যেই জুটে আসছে। উচ্চ বা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহ সে 'মঞ্জুরী' থেকেও বঞ্চিত। কোনরূপ আগ্রিম অর্থ মঞ্জুরী না করে আসন্ন বর্ষার পূর্বে বিল্ডিং ফিজ আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সরকার সমস্যা আরও প্রকট করে তুললেন। আসন্ন বর্ষাতে ওই ঘরগুলি মেরামতের অভাবে অধিকাংশই ভেঙ্গে পড়বে।

শিক্ষাবিভাগের একই বিষয়ের উপর একই বৎসরে বিভিন্ন রকম সার্কুলার জারী এবং তা অমান্য করলে 'ভাতে মারার' হুমকী গ্রামবাংলার অধিকাংশ ছোট ছোট নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাইরের দেশগুলির মত সরকারী উদ্যোগে 'কোশ্চেন ব্যাঙ্ক' তৈরী করে বিদ্যালয়গুলিকে সুলভে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা এবং সরল উপায়ে পরীক্ষার কাগজ প্রাপ্তি নিশ্চিত না করে তড়ঘড়ি এ ধরনের 'ফিজ' আদায় সীমিতকরণ; অথবা 'কনটিনজেন্সী গ্রাণ্ট' বা 'বিল্ডিং মেনটেন্যান্স' অগ্রিম 'বিলিজ' না করে বিধিনিষেধ আরোপ—অর্থাৎ প্রথম 'ষ্টেপ' না নিয়েই দ্বিতীয় ষ্টেপ নেওয়ার এই 'বৈপ্লবিক প্রবণতা' বোধ হয় মধ্যযুগের ইউরোপ ও ভারতের দু-একজন সম্রাট ও সুলতানের কার্য পদ্ধতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

—পথিক

মেয়েদের সাদাস্রাবে লিউকোনেক্স

ট্যাবলেট ও ফেকটিন লোশন ব্যবহার করুন

এস. সি. কেমিক্যালস্

২৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

ক্রত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং
এ, এল ৩৯৪-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

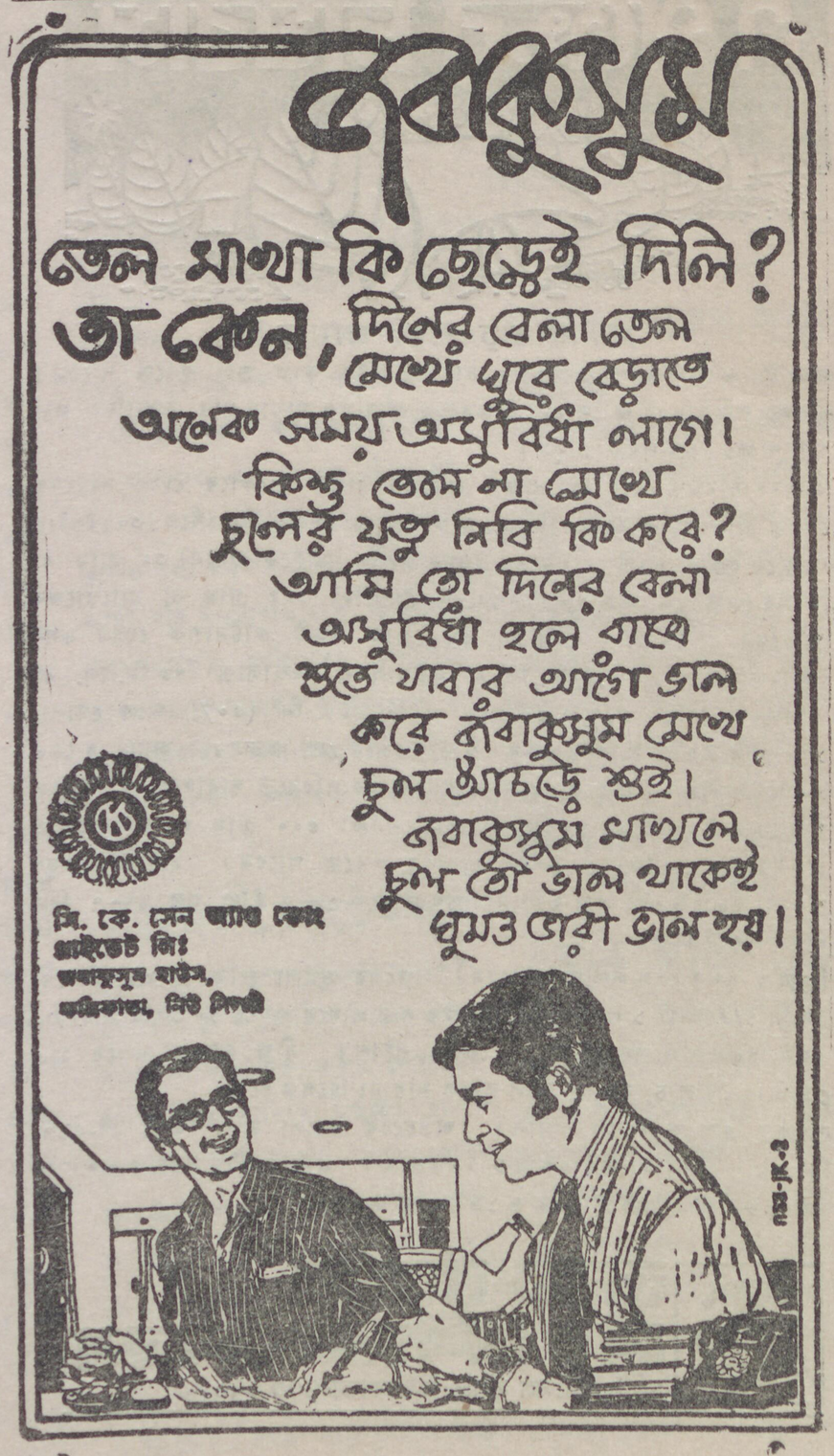

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।